১ম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০২৩

অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)

Brot für die Welt

এএসডি বুলেটিন

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার শিশুবান্ধব সরকার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশই শিশু। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জনশুমারি ও গৃহগণনা জরিপ ২০২২-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে ০ থেকে (জন্মের প্রথম দিন থেকে) ১৪ বছর বয়সী, অর্থাৎ ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯ শতাংশ। মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯০৯ জন। এর মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪ কোটি ৮৯ লাখের বেশি। সুতরাং শিশুদের রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হলে তা সঠিক হবে না। আর শিশুদের উন্নয়ন করতে হলে সর্বপ্রথম তাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকতে হবে।

বাংলাদেশের বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিশু সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দের বেশিরভাগই থাকে শিক্ষাকেন্দ্রিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো এ রকম একটি আলাদা শিশুকেন্দ্রিক বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক বছরেই শিশুর বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্র তৈরিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩-এর মূল উপপাদ্য বিষয়ই ছিলো "শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি"। বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এবারের শিশু অধিকার সপ্তাহটিও যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে।

অন্যান্য বছরের মত এবারও এএসডি যথাযোগ্য মর্যাদায় শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করে। এই উপলক্ষে শিশুদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শিশুদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ও শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এএসডির শিশুরা অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করে।

এএসডি সুদীর্ঘকাল ধরে শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এএসডি তার ৩০ বছরেরও বেশি পথচলায় শিশুদের বিকাশ ও সুরক্ষা এবং শিশু অধিকারের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি বর্তমানে এএসডির কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এএসডি অনেকদিন ধরেই শিশুশ্রম নিরসন এবং শিশুর অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ৭৩টি প্রকল্পের মধ্যে ২২টি প্রকল্প বিশেষভাবে শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় পরিচালিত হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ হতে এএসডি, ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড, জার্মানির আর্থিক সহায়তায় রাইট বেইজড এপ্রোচে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তের পথশিশু, বস্তিবাসী শিশু, ভ্রাম্যমান শিশু, আবর্জনা, বর্জ্য বাছাই করার কাজে নিয়োজিত শিশু এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু অধিকার সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সংশোধনের জন্য এ্যাডভোকেসী ও ক্যাম্পেইন কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

শিশু অধিকার সপ্তাহ

শিশু অধিকারের ঘোষণাকে স্মরণ করার জন্য শিশু অধিকার সপ্তাহকে পালন করা হয়। একটি দিন শিশুদের জন্য পালন করা হয় তা নয়। ক্ষুদে শিশুদের নানা ব্যাপারে সারা বিশ্বকে সচেতন করার জন্য একটি সপ্তাহ ঠিক করা হয়েছে। প্রতি বছরই জাতিসংঘ কোন না কোন প্রতিপাদ্য ঠিক করে। উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয় ঘিরে পৃথিবীর সকল দেশ দিবসটি উদ্‌যাপন করে। বিশেষ করে শিশুদের কথা ভেবে এই প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করা হয়। সপ্তাহব্যাপী পালন করা হয় বলে এটিকে শিশু অধিকার সপ্তাহ বলা হয়। প্রত্যেকটি শিশুর সুস্থ জীবনের অধিকার সুনিশ্চিত করাটাই বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল লক্ষ্য। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে শিশু দিবসের বা শিশু অধিকার সপ্তাহের কোন মূল্য নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেক শিশুই অবহেলায় রয়েছে। ঠিকমত খাদ্য, বাসস্থান ও পড়াশোনার সুযোগ অনেকেই পায় না। এজন্য যারা দায়িত্বশীল রয়েছে তাদেরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সকলে একসাথে চেষ্টা করলে অবশ্যই শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। শিশুদের সকল ধরনের অধিকার এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং শিশুশ্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা। তবে এখন পর্যন্ত শিশুদের অধিকার পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এখনো শিশুদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে, শিশুরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং শিশুশ্রমের হার দিনদিন বেড়েই চলেছে। যদি শিশুদের আধিকার নিশ্চিত করা না যায় এবং শিশুশ্রম বন্ধ করা না যায় তাহলে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা অনর্থক। শুধু তাই নয়, বর্তমানে শিশুরা অরক্ষিত। বিভিন্ন জায়গায় শিশুরা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবিচার ও নৃশংসতা বন্ধ করতে হবে। শিশুদের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে থাকে। এই উপলক্ষ্যে ঢাকায় জাতীয় শিশু একাডেমিসহ দেশব্যাপী নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এএসডি পরিচালিত শিশুদের নিয়ে কাজ করা সবগুলো প্রজেক্ট তাদের সুবিধাভোগী শিশুদের নিয়ে যথাযথভাবে দিবসটি পালন করে থাকে।

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোঃ আব্দুল করিম, নির্বাহী পরিচালক, এএসডি
মোঃ হামিদুর রহমান, কর্মসূচি পরিচালক, এএসডি

সম্পাদক :
ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা

নির্বাহী সম্পাদক :
ফিরোজা আক্তার রূপা